BGMEA

সার্কুলার নং-বিজিএ/কাস/২০২৬/১৪৭

তারিখঃ ০৯ জুন, ২০২৬

সম্মানিত সকল সদস্যের জন্য

বিষয়ঃ রপ্তানি বহুমুখীকরণ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন প্রসঙ্গে

সূত্রঃ বাংলাদেশ ব্যাংক এসএফডি সার্কুলার নং-০২, তারিখ: ০৭ জুন ২০২৬

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি আপনাদের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিশ্ব বাণিজ্য প্রেক্ষাপটে দেশের রপ্তানি খাতকে আরো শক্তিশালী করতে এবং কৌশলগত অংশী দেশসমূহের সাথে সংগতিপূর্ণভাবে সুবিধা আদায়, উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে সুষ্ঠু ভারসাম্য আনায়ন, দারিদ্র দূরীকরণ, রপ্তানি সহায়ক পরিবেশের ক্রম উন্নয়নের মাধ্যমে রপ্তানি বাণিজ্যে অধিকতর গতিশীলতা সৃষ্টি, ব্যবসা বাণিজ্য পরিবেশ উন্নয়ন ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাণিজ্যে বাংলাদেশের স্থান সুদৃঢ়করণসহ দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে আরো বিস্তৃত করতে রপ্তানি বহুমুখীকরণ আবশ্যক। বিদ্যমান বাস্তবায়ন অনেক রপ্তানিযোগ্য খাত যথাযথ অর্থায়নের অভাবে বিকশিত হতে পারছে না। তাই রপ্তানি বহুমুখীকরণ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম (Export Diversification Refinance Scheme) নামে ৩,০০০ (তিন হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করে বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রোক্ত সার্কুলারটি জারীকরেছে যার সারসংক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

- তহবিলের নাম ও উদ্দেশ্য: স্কিমটির নাম 'রপ্তানি বহুমুখীকরণ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম' এবং এর মূল উদ্দেশ্য দেশের রপ্তানি খাতের বহুমুখীকরণ করা ।
- তহবিলের আকার ও মেয়াদ: এই স্কিমের মোট আকার ৩,০০০ (তিন হাজার) কোটি টাকা (আবর্তনশীল) এবং এর মেয়াদকাল ০৩ (তিন) বছর ।
- তহবিলের উৎস: বাংলাদেশে কার্যরত তফসিলি ব্যাংকসমূহের উদ্বৃত্ত তারল্য সংগ্রহের মাধ্যমে এই তহবিল গঠিত হবে ।
- সুদ বা মুনাফার হার: বাংলাদেশ ব্যাংক PFI (অংশগ্রহণকারী ব্যাংক) থেকে ৪% হারে সুদ নেবে এবং ব্যাংকগুলো গ্রাহক পর্যায়ে সর্বোচ্চ ৭% হারে সুদ আরোপ করতে পারবে।
- হিসাবায়ন ও ঋণ-মূলধন অনুপাত: সুদ হিসাব করা হবে ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে (Reducing Balance Method) এবং ঋণ ও মূলধনের অনুপাত ন্যূনতম ৭০:৩০ হতে হবে ।
- যোগ্যতা ও অগ্রাধিকার: রপ্তানি নীতি ২০২৪-২৭ এর ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ও বিশেষ উন্নয়নমূলক খাতসমূহ এর আওতাভুক্ত হবে ।
- দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহারকারী রপ্তানিকারকরা এতে অগ্রাধিকার পাবেন ।
- অযোগ্যতা: খেলাপি গ্রাহক, ঋণ অবলোপন (Write-off) বা সুদ মওকুফের ইতিহাস থাকা গ্রাহক এবং যাদের Export Bill অপ্রত্যাবাসিত আছে, তারা এই সুবিধা পাবেন না ।
- গ্রেস পিরিয়ড ও ঋণ বিতরণ: গ্রাহকের গ্রেস পিরিয়ড সর্বোচ্চ ০৬ মাস হবে ।
- ব্যাংক ঋণ বিতরণের ৯০ দিনের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে পুনঃঅর্থায়নের জন্য আবেদন করতে হবে ।
- পরিশোধ পদ্ধতি: PFI সমূহ ত্রৈমাসিক কিস্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে অর্থ পরিশোধ করবে ।
- নির্ধারিত তারিখে ব্যাংকের চলতি হিসাব থেকে এই অর্থ কেটে নেওয়া হবে ।
- জরিমানা বা অতিরিক্ত চার্জ: চলতি হিসাবে পর্যাপ্ত তহবিল না থাকলে বকেয়া কিস্তির ওপর নির্ধারিত হারের চেয়ে অতিরিক্ত ৫% হারে জরিমানা সুদ আরোপ করা হবে ।
- ভুল তথ্য দিলে বা ঋণের অপব্যবহার হলেও একই হারে (অতিরিক্ত ৫%) জরিমানা করা হবে।
- রিপোর্টিং: অংশগ্রহণকারী ব্যাংকগুলোকে প্রতি ত্রৈমাসিক শেষ হওয়ার পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে হালনাগাদ বিবরণী দাখিল করতে হবে।

CamScanner

বর্ণিত সার্কুলারে উল্লেখিত প্রধান প্রধান সুবিধাগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

- ৩,০০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন ।
- ব্যাংকগুলো ৪% সুদে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পাবে ।
- উদ্যোক্তারা সর্বোচ্চ ৭% সুদে ঋণ পাবে ।
- ৩ বছরের মেয়াদি টার্ম লোন সুবিধা ।
- সর্বোচ্চ ৬ মাস গ্রেস পিরিয়ড সুবিধা ।
- ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতি Reducing Balance Method-এ সুদ হিসাব ।
- কোনো Hidden Charge বা ফি নেই ।
- দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানে অগ্রাধিকার ।

আপনাদের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের জন্য সার্কুলারটি এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

ধন্যবাদান্তে,

৯/৬/২৬

মেজর মোঃ সাইফুল ইসলাম, পিএসসি, সিএসসিএম (অবঃ)
সচিব (ভারপ্রাপ্ত)

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

সাসটেইনবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা

এসএফডি সার্কুলার নং: ০২

তারিখ ০৭ জুন ২০২৬ / ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক

প্রিয় মহোদয়,

রপ্তানি বহুমুখীকরণ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন প্রসঙ্গে

বর্তমানে বাংলাদেশের রপ্তানিখাত পোশাক শিল্পের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। এ খাতে Market Concentration ও Product Concentration Risk বিদ্যমান। বিশ্ব বাণিজ্য প্রেক্ষাপটে দেশের রপ্তানি খাতকে আরো শক্তিশালী করতে এবং কৌশলগত অংশী দেশসমূহের সাথে সংগতিপূর্ণভাবে সুবিধা আদায়, উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে সুষ্ঠু ভারসাম্য আনয়ন, দারিদ্র দূরীকরণ, রপ্তানি সহায়ক পরিবেশের ক্রম উন্নয়নের মাধ্যমে রপ্তানি বাণিজ্যে অধিকতর গতিশীলতা সৃষ্টি, ব্যবসা বাণিজ্য পরিবেশ উন্নয়ন ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাণিজ্যে বাংলাদেশের স্থান সুদৃঢ়করণসহ দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে আরো বিস্তৃত করতে রপ্তানি বহুমুখীকরণ আবশ্যক। অপরদিকে কিছু কিছু পণ্যের (যেমন-পাট, চামড়া) কাঁচামাল দেশীয় উৎস হতেই শতভাগ সংগ্রহ করা সম্ভব। এক্ষেত্রে রপ্তানি বহুমুখীকরণ সম্ভব হলে এসব খাত হতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হবে। বিদ্যমান বাস্তবতায় এ সকল পণ্যের Export Potential থাকা সত্ত্বেও অনেক রপ্তানিযোগ্য খাত যথাযথ অর্থায়নের অভাবে বিকশিত হতে পারছে না। তাই আলোচ্য প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে **রপ্তানি বহুমুখীকরণ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম (Export Diversification Refinance Scheme)** নামে ৩,০০০ (তিন হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করা হলো। উক্ত পুনঃঅর্থায়ন স্কিম সংক্রান্ত বিস্তারিত নীতিমালা নিম্নরূপ:

১. শিরোনাম: রপ্তানি বহুমুখীকরণ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম (Export Diversification Refinance Scheme)

২. স্কিম গঠনের সার্বিক উদ্দেশ্য: রপ্তানি বহুমুখীকরণ।

৩. স্কিমের আকার: ৩,০০০ (তিন হাজার) কোটি টাকা (আবর্তনশীল)।

৫. স্কিমের উৎস: তফসিলি ব্যাংকের উদ্বৃত্ত তারল্য সংগ্রহের মাধ্যমে।

৬. পুনঃঅর্থায়নের খাত: রপ্তানি নীতি ২০২৪-২৭ এর ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে উল্লিখিত সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত ও বিশেষ উন্নয়নমূলক খাতের শিল্পসমূহ। দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে রপ্তানি পণ্য উৎপাদনকারী/রপ্তানিকারক অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে।

৭. অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান (Participating Financial Institution-PFI): এ তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্তির জন্য আগ্রহী ব্যাংকসমূহকে বাংলাদেশ ব্যাংকের (পরিচালক, সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা) সাথে একটি অংশগ্রহণ চুক্তি (Participation Agreement-PA) সম্পাদন করতে হবে। এ অংশগ্রহণ চুক্তিতে আবদ্ধ ব্যাংকসমূহ Participating Financial Institution বা PFI হিসেবে গণ্য হবে।

৮. সুদ/মুনাফা-হার কাঠামো:

৮.১) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক PFI হতে আদায়যোগ্য সুদ/মুনাফার হারঃ ৪%।

৮.২) PFI কর্তৃক গ্রাহক হতে আদায়যোগ্য সুদ/মুনাফার হার সর্বোচ্চ ৭%।

৯. সুদ/মুনাফা হিসাবায়ন পদ্ধতি:

৯.১) সুদ/মুনাফা হিসাবায়ন: ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতি (Reducing Balance Method)|

৯.২) ঋণ/বিনিয়োগ-মূলধন অনুপাত: এ স্কিমের আওতায় পুনঃঅর্থায়নের নিমিত্ত আবেদনের পূর্বে গ্রাহকের equity contribution-এর বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে PFI সমূহ তাদের বিনিয়োগ/ঋণদান নীতিমালার (Investment/Credit Norms) আলোকে PFI-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ঋণ/বিনিয়োগ-মূলধন অনুপাত নির্ধারণ করবে। তবে ঋণ/বিনিয়োগ-মূলধন অনুপাত ন্যূনতম ৭০ঃ৩০ হতে হবে।

১০. পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের মেয়াদকাল: ০৩ (তিন) বছর।

১১. পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের ধরণ: স্থানীয় মুদ্রায় মেয়াদি ঋণ/বিনিয়োগ (Term loan/investment)।

১২. গ্রেস পিরিয়ড: PFI ও গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে, তবে তা সর্বোচ্চ ০৬ মাস।

১৩. গ্রাহক পর্যায়ে আলোচ্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় সুবিধা প্রাপ্তির যোগ্যতা:

১৩.১) এ স্কিমের আওতায় রপ্তানি বহুমুখীকরণের নিমিত্ত স্থানীয় মুদ্রায় গ্রাহকের অনুকূলে প্রদত্ত মেয়াদী ঋণ/বিনিয়োগের (Term loan/ investment) বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদানযোগ্য হবে;

১৩.২) খেলাপি গ্রাহকের অনুকূলে প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আবেদন বিবেচ্য হবে না। PFI কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আবেদন করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট গ্রাহক ও তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের হালনাগাদ সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহ এবং ঋণগ্রহীতা ঋণ খেলাপি নয় মর্মে নিশ্চিত হতে হবে;

১৩.৩) PFI কর্তৃক যৌক্তিক কারণে ঋণ/বিনিয়োগ অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ঋণ/বিনিয়োগের সুদ/মুনাফা মওকুফকৃত হলে/গ্রাহকের ঋণ/বিনিয়োগ অবলোপনের ইতিহাস থাকলে তা পুনঃঅর্থায়নের অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে এবং

১৩.৪) Export Bill অপ্রত্যাবাসিত থাকলে এ তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন বিবেচ্য হবে না।

১৪. একক গ্রাহক বা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধার সর্বোচ্চ সীমা সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের বিআরপিডি-এর সংশ্লিষ্ট নীতিমালা পরিপালন করতে হবে।

১৫. বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল নীতিমালার পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে।

১৬. শিডিউল অব চার্জেস:

ঋণ/বিনিয়োগের শিডিউল অব চার্জেস (অনুচ্ছেদ ৮-এ বর্ণিত সুদ/মুনাফা হার ব্যতীত) এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত এ সংক্রান্ত নির্দেশনা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। কোন ধরনের লুকায়িত খরচ (Hidden Expenses) বা অন্য কোন ধরনের চার্জ/ফি/সুদ/মুনাফা আরোপ করা যাবে না। তবে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক আরোপিত/ধার্যকৃত শুল্ক/কর আদায়যোগ্য হবে।

১৭. পুনঃঅর্থায়নের আবেদন প্রক্রিয়া:

১৭.১) PFI কর্তৃক ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র এবং ১৯.২ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত দলিলাদি সহকারে পরিচালক, সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা বরাবর দাখিল করতে হবে।

১৭.২) পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আওতায় PFI কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ঋণ বিতরণের (Disbursed) পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর আবেদন করতে হবে।

১৭.৩) দাখিলকৃত আবেদন ও তদসংশ্লিষ্ট দলিলাদি, সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন ইত্যাদি পর্যালোচনা সাপেক্ষে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার সীমা নির্ধারণে বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত মর্মে গণ্য হবে।

১৮. পুনঃঅর্থায়ন আদায় প্রক্রিয়া:

১৮.১) PFI কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা ত্রৈমাসিক কিস্তিতে নির্দিষ্ট পরিশোধসূচি অনুযায়ী আদায়যোগ্য হবে।

১৮.২) PFI এর অনুকূলে প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার পরিশোধসূচি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত হবে। গ্রাহকের অনুকূলে ব্যাংকের অর্থায়নের বিপরীতে পরিশোধসূচি সংশ্লিষ্ট PFI কর্তৃক প্রণয়ন করতে হবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করতে হবে।

১৮.৩) পরিশোধসূচি অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখে পরিশোধযোগ্য কিস্তি সুদ/মুনাফাসহ বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট PFI এর চলতি হিসাব থেকে কর্তন করে নেয়া হবে।

১৮.৪) নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কোন গ্রাহক ঋণ/বিনিয়োগ সমন্বয় করলে যে সময়ের জন্য গ্রাহক উক্ত ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করেছে, পুনঃঅর্থায়ন সুবিধাও সর্বোচ্চ উক্ত সময়ের জন্য প্রযোজ্য হবে। এক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী ব্যাংক পুনঃঅর্থায়ন সুবিধাবাবদ গৃহীত অর্থ মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বে সমন্বয় করতে পারবে। তবে PFI সমূহ ঋণ/বিনিয়োগ সমন্বয় হওয়া মাত্রই গ্রাহকের Loan/Investment Account Statement সহ ঋণ/বিনিয়োগ সমন্বয়ের বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করবে। মেয়াদপূর্তির পূর্বে ঋণ সমন্বয়ের জন্য গ্রাহক পর্যায়ে কোন প্রকার চার্জ/ফি আদায় করা যাবে না।

১৮.৫) পরিশোধসূচি অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখে PFI সমূহকে বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত তাদের চলতি হিসাবে পর্যাপ্ত তহবিল/স্থিতি সংরক্ষণ করতে হবে। পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার কিস্তি আদায়কালে PFI সমূহের চলতি হিসাবে তহবিল/স্থিতি অপর্যাপ্ততার কারণে বকেয়া/কিস্তি আদায় করা সম্ভব না হলে, আদায়যোগ্য অর্থ পুনঃঅর্থায়নকালে আরোপিত সুদ/মুনাফার হার অপেক্ষা ৫% অধিক হারে অতিরিক্ত সময়ের জন্য সুদ/মুনাফাসহ তহবিল/স্থিতি পর্যাপ্ততা সাপেক্ষে আদায় করা হবে।

১৯. দালিলিক চেকলিস্ট:

১৯.১) পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে PFI কর্তৃক Demand Promissory Note, Letter of Continuity, Letter of Debit Authority দাখিল করতে হবে।

১৯.২) বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবরে পুনঃঅর্থায়নের জন্য আবেদনকালে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিম্নোক্ত দলিলাদি দাখিল করতে হবে:

ক) গ্রাহকের হালনাগাদ CIB রিপোর্ট;

খ) পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহণ বিষয়ে গ্রাহকের পত্র;

গ) ঋণ/বিনিয়োগ বিষয়ে গ্রাহকের আবেদনপত্র;

ঘ) মঞ্জুরিপত্রের কপি;

ঙ) মেয়াদি ঋণ/বিনিয়োগের চুক্তি;

চ) মেয়াদি ঋণ/বিনিয়োগের পরিশোধসূচি;

ছ) ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবের হালনাগাদ বিবরণী;

জ) সংশ্লিষ্ট ব্যয় সংক্রান্ত বিবরণী ও অন্যান্য দলিলাদি;

ঝ) গ্রাহক ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের প্রোফাইল;

২০. পুনঃঅর্থায়নের খাত: রপ্তানি বহুমুখীকরণ সংশ্লিষ্ট শিল্পখাতের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে পুন:অর্থায়ন সুবিধার জন্য 'রপ্তানি নীতি ২০২৪-২৭ এর ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে উল্লিখিত সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত ও বিশেষ উন্নয়নমূলক খাতের শিল্পসমূহ। দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে রপ্তানি পণ্য উৎপাদনকারী/রপ্তানিকারক অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে।

২১. ইসলামি শরীয়াহ ভিত্তিক পরিচালিত ব্যাংকের বিনিয়োগ ও অন্যান্য ব্যাংকের ইসলামিক ব্যাংকিং পদ্ধতির মাধ্যমে অনুমোদিত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ আলোচ্য শর্তাদির ব্যত্যয় না করে স্বীয় অনুমোদিত বিনিয়োগ পদ্ধতির ভিত্তিতে এ স্কিমের আওতায় গ্রাহককে বিনিয়োগ প্রদান করবে।

২২. রিপোর্টিং ও মনিটরিং:

২২.১) PFI সমূহ পুনঃঅর্থায়ন বাবদ গৃহীত অর্থের হালনাগাদ বিবরণী (ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী অথবা তার মনোনীত কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত ফরওয়ার্ডিং লেটারসহ) সংযোজিত ছক অনুযায়ী ত্রৈমাস অন্তে পরবর্তী ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে 'পরিচালক, সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা' বরাবরে দাখিল করতে হবে। যে সকল PFI পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করেনি তারা শূণ্য বিবরণী দাখিল করবে।

২২.২) পুনঃঅর্থায়ন সম্পর্কিত বাংলাদেশ ব্যাংকের যাচিত বিবরণী/তথ্যাদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাখিল করতে হবে। অন্যথায় বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধান মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এছাড়া, পুনঃঅর্থায়ন সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রধান কার্যালয় ও শাখা পর্যায়ে সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

২২.৩) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা মঞ্জুরির পূর্বে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প ও দলিলাদি সরেজমিনে যাচাই করা হবে। পুনঃঅর্থায়ন এর মেয়াদকালীন সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক সময়ে সময়ে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করবে। পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা অনুমোদন পরবর্তী মেয়াদেও মধ্যে সংশ্লিষ্ট PFI ও পুনঃঅর্থায়ন সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প কার্যক্রমের বাস্তবায়নে কোনরূপ ব্যত্যয় প্রমাণিত হলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃ অর্থায়ন সুবিধা বাতিল করা হবে।

২২.৪) PFI কোনো ভুল তথ্য প্রদানপূর্বক পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করলে কিংবা ঋণ/বিনিয়োগের অর্থ সদ্ব্যবহার হয়নি মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের সরেজমিনে পরিদর্শনে উদ্ঘাটিত হলে কিংবা স্কিমের আওতায় সুবিধাপ্রাপ্ত গ্রাহক বিরূপমানে শ্রেণিকৃত হওয়ার পরও তা বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত না করলে অংশগ্রহণ চুক্তিপত্রের শর্তানুসারে পুনঃঅর্থায়ন বাবদ প্রদত্ত অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ধার্যকৃত সুদ/মুনাফা হারসহ অতিরিক্ত ৫% হারে সুদ/মুনাফাসহ এককালীন চলতি হিসাব হতে কর্তন করা হবে।

২২.৫) পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণকারী গ্রাহক অনুমোদিত সময়ের কোন মূহূর্তে বিরূপমানে শ্রেণিকৃত হলে সংশ্লিষ্ট PFI কে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করতে হবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে তার চলতি হিসাব হতে অবশিষ্ট বকেয়া এককালীন কর্তন করা হবে।

২৩. অন্যান্য শর্তাদি: ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা নির্বাচন, ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা মঞ্জুর ও বিতরণ, ঋণ/বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট দলিলাদি সম্পাদন, debt-equity অনুপাত, ঋণ/বিনিয়োগের অর্থের সদ্ব্যবহার ও ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ-পরবর্তী তদারকির ব্যাপারে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের ঝুকি ব্যবস্থাপনার নীতিমালার পাশাপাশি এ সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনাসহ বিদ্যমান অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানসমূহের আলোকে নিয়মাচার অনুসরণ করতঃ গ্রাহকের অনুকূলে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করবে। বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর ন্যস্ত থাকবে। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট সংশ্লিষ্ট পুনঃঅর্থায়নকৃত অর্থের কিস্তি পরিশোধের কোন সম্পর্ক থাকবে না।

২৪. পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের শর্তাদি বিষয়ে যে কোনো সংযোজন, বিয়োজন এবং পরিমার্জনের অধিকার সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক সংরক্ষণ করে।

২৫. ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (২০২৩ সালে সংশোধিত) এর ৪৫ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে এ সার্কুলার জারি করা হলো, যা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(চৌধুরী লিয়াকত আলী)
পরিচালক
ফোন নং: ৯৫৩০৩২০
Email: chowdhury.ali@bb.org.bd